Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ নভেম্বর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৭ নভেম্বর, ২০২২, সোমবার, ২০ কার্তিক, ১৪২৯

**আজ ৭ নভেম্বর, ১০৬তম নভেম্বর বিপ্লব দিবস। আজ থেকে ১০৫ বছর আগে রাশিয়ার বুকে সর্বহারার রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষ পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করেছিলেন। রুশ দেশে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে কিন্তু আজও এই দিনটি পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের প্রেরণার উৎস।**

## গ্রামে গঞ্জে পদযাত্রা ঢেউ তুলছে আগামী তুফানের জন্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ নভেম্বর** : গ্রাম-গঞ্জে ঢেউ উঠছে নভেম্বর মাস পড়তে না পড়তেই। নভেম্বর বিপ্লবের মাস। রুশ দেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ বিপ্লব সংগঠিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল লেনিন-এর নেতৃত্বে। দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বুকে কায়েম হয়েছিল প্রথম সর্বহারার রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ভেঙে গেছে, কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব আজও প্রেরণা জোগায়। তাই নভেম্বর মাস জুড়ে বুথ স্তরে জাঠা কর্মসূচি নিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন ও সি.আই.টি.ইউ। শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে জাঠা উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও শুরু হয়েছে জাঠা গ্রামে-গঞ্জে। ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে গ্রামে-গ্রামে যা তরঙ্গের রূপ নেবে আগামীতে। প্রতিদিনই গ্রামে গ্রামে চলছে এই জাঠা। ফুল-চন্দনে বরণ করছেন গ্রামের মানুষ জাঠা-যাত্রীদের। কালনা-১ মধুপুর জাঠার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ-র পূর্ব বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায়। সিমলন, মছলন্দপুর, আয়মাপাড়া, গুপ্তিপাড়া, সরগড়িয়া, সূর্যপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিক্রমা করে।

*—এরপর ছয়ের পাতায়*

## ছোটদের কথা পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী

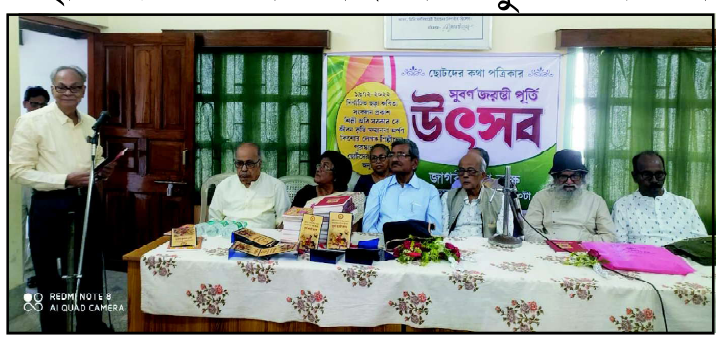


**নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ নভেম্বর, বর্ধমান** : 'ছোটদের কথা' পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি ঘটলো আজ 'জাগরী' সভাকক্ষে। ছোটদের কথা সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ সম্মাননা জীবনকৃতী সম্মান এদিন তুলে দেওয়া হয় প্রবীণ শিল্পী অবি সরকার-এর হাতে। শিল্পী পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে পত্রিকার সাথে যুক্ত আছেন। পুরনো দিনের কথা বলে দীর্ঘক্ষণ সকলকে আমোদিত করেন শিল্পী। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিশু সাহিত্যে আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পত্রিকার উপদেষ্টা ড. অরবিন্দ দাস। ১৯৭২-২০২২, পত্রিকার ৫০ বছরের ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত ছড়া, কবিতাগুচ্ছের সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ হয় এদিন। এই সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ সুর, বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি দেবাশিস মহান্তি এবং সাগর মুখোপাধ্যায়। সংখ্যার লেখক লেখিকাদের প্রত্যেককে একে একে ছোটদের কথা স্মারক ও পত্রিকার সংখ্যা তুলে দেন সম্পাদক কল্পনা সুর এবং ধীরেন্দ্রনাথ সুর। এছাড়া অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন জোতির্ময় ভট্টাচার্য, অরবিন্দ সরকার, ড. ঝর্ণা বর্মণ, উন্মেনাদরা ফরজানা। সারাদিনের অনুষ্ঠানে মধ্যাহ্নভোজন সহ ছোটদের কবিতা পাঠ ও নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন সকলকে তৃপ্ত করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পথ চলায় স্মৃতিমেদুর, অনুষ্ঠান সঞ্চালনে পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ধীরেন্দ্রনাথ সুরকে সহযোগিতা করেন উত্তম দাস। আশুতোষ ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, ধুবুলিয়া, নদিয়া থেকে পত্রিকা সম্পাদক-কে জীবনকৃতী সম্মান হিসেবে মানপত্র তুলে দেন স্কুলের সহকারী শিক্ষক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

## সহশ্রমাধ্যক্ষকে ডেপুটেশন নিরাপত্তা কর্মীদের




**নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ নভেম্বর, বর্ধমান** : নিরাপত্তা কর্মীদের জাতীয় দাবী দিবস উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর দেশব্যাপী এবং ১ নভেম্বর সারা রাজ্যব্যাপী সহশ্রমাধ্যক্ষের মাধ্যমে রাজ্যের শ্রম মন্ত্রীর কাছে দাবি সনদ পেশ করা হয়। বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট সিকিউরিটি এন্ড কো-ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ত ভবন গেটে জমায়েত করে শ্রমিকরা দাবি ব্যাজ পরিধান ও মিছিল করে সহ শ্রমাধ্যক্ষ বর্ধমান সদর নর্থের কাছে দাবি সনদ পেশ করেন ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক ঘনশ্যাম সরকার। সঙ্গে ছিলেন বিকাশ আচার্য, স্বপন রুইদাস, গৌতম পাল, সেখ আইনাল এই পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক ঘনশ্যাম সরকার।

## সার নিয়ে কালোবাজারি চলছে—প্রশাসন নির্বিকার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ৬ নভেম্বর** : আলু বসানোর মুখে সার নিয়ে ফাটকাবাজি চলছে গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে। সারের জন্য আলু চাষ কম হবে বলে ধারণা করছেন চাষিরা। অজয় নদীর ধারে পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে আউসগ্রাম মঙ্গলকোটের বিস্তীর্ণ এলাকা আলু চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানে ৯-১০টি বেশি হিমঘর আছে। ভেদিয়া, পালিগ্রাম, চাণক, লাকুরিয়া প্রভৃতি মঙ্গলকোটের ব্যাপক অংশের মানুষের আলুচাষ প্রধান জীবিকা। সম্পন্ন চাষি যারা তারা অনেক আগেই আলু চাষের জন্য ১০-২৬-২৬ পটাশ ইউরিয়া টাকার জোরে তুলে রেখেছেন। তারা খুব মেজাজেই আছেন কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল যারা তারা অসহায় বোধ করছেন।

এখন ধান কাটা শুরু হয়েছে। আলু বসানোর পক্ষে কার্তিকের শেষ উপযুক্ত সময়। এই সময় চাষিরা হিমঘরে আলু রাখেন আলু বীজের জন্য। বাকিটা বেচে কিছু কাঁচা টাকা দিয়ে সার আলুবীজ কিনে রাখার জন্য। কিন্তু সেই আলু ৮০০ টাকা প্যাকেট এখন ৩০০ টাকাতেও নিতে চাইছেন না ব্যাপারীরা। আবার অন্যদিকে সরকারের কোনো হেলদোল না থাকায় সার নিয়ে সার বিক্রেতারা ফাটকাবাজি শুরু করেছেন। ১৬০০ টাকার ১০-২৬-২৬ এখন ২২০০-২৩০০ টাকাতেও পাওয়া যাচ্ছে না। সার বিক্রেতারা অনেকেই গোপনে সার মজুদ করে রাখলেও কাছে 'কোন সার নেই' বলে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ফলে চাষিরা দিশেহারা।

মঙ্গলকোটের পালপাড়া এলাকার চাষি অনিল পাল জানালেন, সারের অভাবে এবারে আলু চাষে টান পড়বে। বাধ্য হয়ে গ্রামের আর্থিকভাবে দুর্বল চাষিরা কাঠা প্রতি একখানা আলু ঠিকা ভাগ দিয়ে অন্যজনকে চাষ করতে দিয়ে রেহাই পেতে চাইছেন।

অজয় নদীর ধারে ভেদিয়া গ্রামের আলু চাষি সাগর যশ নিমাই যশেরা জানালেন, টাকা দিয়েও সার পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময় হিমঘরে অল্প আলু রেখে যে পয়সা পাওয়া যেত তা হচ্ছে না। ৮০০ টাকার আলু ৩০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। যখন ব্যাপারীদের কাছে আলু থাকে তখন দাম নামে না। আর যখন আমরা বেচতে যাই তখন অর্ধেক দাম পাচ্ছি না। আলু চাষ কি করে করা যাবে? ব্লক প্রশাসন কি রাজ্য সরকারের এই সারের কালোবাজারি নিয়ে কোনো হেলদোল নাই। লুটেরাদের রাজ চলছে এই রাজ্যে।

নবগ্রামের আতাউর সাহেব জানালেন—একদিকে সারের টানাটানি অন্যদিকে দিনমজুরদের অভাব। তারা সব বাইরে অন্য রাজ্যে অন্য দেশে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। আমাদের কঠিন অবস্থা।

কৃষক নেতা রাজেন ধীবর জানালেন—নদীর ধারে এই গ্রামগুলিতে আলু চাষিদের ক্ষোভ বাড়ছে। সারের কালোবাজারির জন্য আলু চাষিরা ভেঙে পড়ছেন। আমরা গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা করে সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছি। চাষীদের ফসল তৈরির বিষয়ে সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

## শ্যামলেন্দু মুখার্জীকে স্মরণ করলেন বুদবুদ-গলসী এলাকার মানুষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মানকর, ৩০ অক্টোবর** : দই মনে করে চুন খেয়েছিল মানুষ। এখন গলা পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। মাটি, বালি, কাঠ, কয়লা, লোহা থেকে চাকরি পর্যন্ত লুট করছে তৃণমূল, যে যত বড় নেতা সে তত বড় চোর, কোটি কোটি টাকার পাহাড়, এর আগে কেউ কোনোদিন দেখেছেন! যা খেয়েছে, যত খেয়েছে সব উগড়ে বার করা হবে। ন্যানো কারখানা মোদিকে উপহার দিয়ে বলছে টাটাকে সিপিআই(এম) তাড়িয়েছে! শালবনী থেকে সালানপুর সব কারখানা তাড়িয়েছে তৃণমূল। এখন খেতমজুরদের সন্তানরা কাজ খুঁজতে পারি দিচ্ছে সুদূর কেরলে। কৃষক আত্মহত্যা করছে প্রায় প্রতিদিন। আজ সিপিআই(এম) বুদবুদ-গলসীর তদানীন্তন জোনাল কমিটির অন্যতম নেতা প্রয়াত শ্যামলেন্দু মুখার্জির স্মরণসভায় আজ বিকালে মানকর বিদ্যাসাগর মেলা মাঠ উপচে পড়া এক স্মরণ সমাবেশে প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক অমল হালদার সকল মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা সম্পাদক ও রাজ্যের অন্যতম কৃষক নেতা সৈয়দ হোসেন। তিনি বলেন তৃণমূল সরকার বলছে কেন্দ্র একশো দিনের টাকা দিচ্ছে না। বিজেপি

*—এরপর ছয়ের পাতায়*

## 'কোন ভবিষ্যতের পথে আমরা' বিষয়ক 'নতুন চিঠি'র আলোচনা সভা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ নভেম্বর, বর্ধমান** : 'নতুন চিঠি' আয়োজিত 'কোন ভবিষ্যতের পথে আমরা' একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখলেন ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় (ইউ. কে.)-র অধ্যাপক ড. বিভাস সাহা। বললেন, বিশ্বায়ন ব্যাপারটা আশির দশকে শুরু হলেও নব্বই দশকে নিজের উপস্থিতি জাহির করে। একটা নতুন প্রযুক্তি সম্বলিত পরিষেবা কল সেন্টারের ব্যবসা আমরা দেখতে পাই। ডব্লিউ টি ও বিশ্বের বাণিজ্য ব্যবসায় নতুন দিকদর্শন চালু করে। আমাদের সামনে একটা বিভ্রম ধারণার সৃষ্টি হয় 'ফ্রিতে সব জিনিস পাওয়া যাবে। আসলে ফ্রিতে কি সব পাওয়া যায়! হাজার হাজার পণ্য এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ডব্লিউ টু ও-র সদস্য দেশগুলো বাণিজ্য করতে পারবে। সত্যি কথা বলতে কি এই এগ্রিমেন্ট চালু করার বিষয়টিতে প্রায় দশ বছর সময় লাগার কথা। পুঁজির চেহারা কিরকম হবে? এফডিআই এমন একটা ব্যবস্থা যা হুড়হুড় করে উপরে উঠতে পারে, আবার হুড়হুড় করে পড়তে পারে। এজন্য এফডিআই ক্ষেত্রে কিছু রেস্টিকশন থাকে। সরকারি বণ্ড, শেয়ার—এন.আর.আই রেস্টিকশন অনেক কিছু আছে। ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রেশন যেকোনো লোক টাকা দেশে বিদেশে যেখানে খুশি বিনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু দেশগুলো তাদের শ্রমিক সরবরাহ করবে কোথায়? আমাদের দেশের নার্স বা আই.টি. সেকটরের কর্মীরা যেমন বিশেষ করে মিডিল ইস্টে কাজ করতে যাচ্ছে। একটা নতুন রাস্তা খুলে গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঠাণ্ডা যুদ্ধ যা পরিবেশ তৈরি করেছিল তা পরিবর্তিত হয় ১৯৯০ এর পর। এখন প্রায় সব জিনিস আসছে চীন থেকে। এটা আমরা আগে ভাবতে পারিনি। এটা সম্ভব হলো কী করে? ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রেশন

*—এরপর ছয়ের পাতায়*

# নতুন চিঠি

**৭ নভেম্বর, ২০২২**


## গ্রাম জাগছে

রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরকার চলবে না—গ্রামের উন্নতির ভার নেবে গ্রামের মানুষ—এই সংকল্প থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সফল পরীক্ষা শুরু হয় এ রাজ্য থেকেই ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর। নিয়মিত স্ত্রি-স্তরীয় নির্বাচন, স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ, গ্রামের প্রকৃত সশক্তিকরণের লক্ষ্যে রাজ্য বাজেটের ৫০ শতাংশ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যয় ইত্যাদি গণতন্ত্রের পরীক্ষায় সফল হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। বদলে গিয়েছিল গ্রাম বাংলার চিত্র ও চরিত্র—সামান্য কাজের জন্য কাউকে বাইরে ছুটতে হয়নি, ভাদ্র মাসে ফ্যানের জন্য ভিক্ষায় বেরোতে হয়নি। কিন্তু ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। পঞ্চায়েত হয়েছে দুর্নীতির আঁতুরঘর। দলীয় ফর্মুলা মেনে ওপরতলায় ভেট পাঠিয়ে লুটেপুটে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে নীচুতলার কর্মীরা। আর সেই কাজ অবাধে করতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে জরদখল করা হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত ক্রমে গ্রাম হয়েছে শ্মশান, দুর্নীতি হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ, জব কার্ড যাদের আছে তারাও কর্মহীন। মজুরি বকেয়া পড়ে রয়েছে। ফসলের দাম নেই, আত্মঘাতী হচ্ছে কৃষক। বাম জমানায় বনসৃজন প্রকল্পের গাছ কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে শাসকদলের দুবৃত্তরা। পুকুর না কেটে তার টাকা ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে, ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা শুধু অপাত্রে দান হয়নি, তার থেকে পঞ্চায়েতের মাতব্বরদের ভাগ দিতে হয়েছে।

এককথায় যে লক্ষ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার, তার বিপরীত মেরুতে গিয়ে পড়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। তাই গ্রাম বাংলা, যেখানে এ রাজ্যের সিংহভাগ মানুষ বাস করে, একেবারে ভালো নেই। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে বাংলাকে রাহুমুক্ত করতে তাই পথে নেমেছে বাম কর্মীরা। শুরু হয়েছে মাসব্যাপী জনসংযোগ অভিযান। লুটেরাদের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে 'গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও, বাংলা বাঁচাও' এই দাবিতে মিছিল ছুঁয়ে যাচ্ছে এ রাজ্যের প্রতি গ্রাম-কোণ। মানুষ চায় কাজ, কাজের হিসেব, অনুদান নয়, অধিকার। মানুষের এই মনের কথা নিয়ে বন্ধু—দলের পথে নামাই মানুষ চাইছিল। তাই অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। গুটিয়ে থাকা, সিঁটিয়ে থাকা মানুষ, সাহসী বাহিনীকে পাশে পেয়ে ঘর ছেড়ে মিছিলে পা মেলাচ্ছে—স্থানীয় মিছিল পরিণত হচ্ছে জনসুনামিতে।

'গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে / লাল ঝাণ্ডা নভেম্বরে' শ্লোগানে ভয় পেয়েছে শাসক দল আর তার রাজনৈতিক দোস্ত বিজেপি। 'চলো গ্রামে যাই' আওয়াজ তুলে টিত্রমসি মহিলা কর্মীদের পথে নামাচ্ছে। এতদিন গ্রামে যাবার ফুরসৎ হয়নি কেন, ভোট আসছে বলেই কি গ্রামকে মনে পড়ল, এ প্রশ্ন তুলছে মানুষ। বিজেপি গ্রামের জন্য অনেক কুমির কান্না কাঁদছে কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হল আদানি-আম্বানির স্বার্থরক্ষা। বামকর্মীদের তাই দুই অপশক্তির প্রকৃত পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। তারা দুর্দিনে মানুষের পাশে আছে, কিন্তু সেটা মানুষের চেতনায় গেঁথে দিয়ে মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে এখন। এই জনসংযোগ পদযাত্রার তাৎপর্য তাই অপরিমেয়। গ্রাম জাগতে শুরু করেছে, অতন্দ্র থাকবে বাম প্রহরীরা।

## শোষক পোকার আক্রমণে নবান্নর আনন্দে ভাটা পড়বে না তো

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা; ৪ নভেম্বর** : মঙ্গলকোট আউসগ্রাম ভাতার থানা জুড়ে মাঠকে-মাঠ শোষক প্রকার আক্রমণে শেষ হয়ে যাচ্ছে খরিফ মরশুমের ধান চাষ। চাষিরা বলছেন, কালীপূজার সময়ে নিম্নচাপের আবহাওয়ার কুফল এটা। চাষিরা ভীষণ চিন্তায়। যে জমি শোষক পোকা তাড়াতে আগে হাজার টাকার আশেপাশে খরচা হতো। তা এখন চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচা। বিষ স্প্রে করেও পোকা যাচ্ছে না। মাঠের পর মাঠ পোকা লাগায় ধান চাষিরা খুবই উদ্বিগ্ন।

আউসগ্রামের নোয়াদা শীবদা আলীগ্রাম ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। আলীগ্রামের সুখী হেমরম আট বিঘা জমিতে ভাগ চাষ করেন। তিনি জানালেন, এবারে আর কাস্তে নিয়ে মাঠে যেতে হবে না। পোকাতে সব খেয়ে নিল। নোয়াদা গ্রামের সুশান্ত নন্দী প্রায় ২২-২৩ বিঘা জমিতে ধান চাষ করে এখন হাত কামড়াচ্ছেন। তিনি বললেন, এবারে পোকাতে যা ক্ষতি করল তাতে খরচ উঠবে না।

একই দশা ভাতার থানার বসতপুর

ডাংসারা মাহাতা অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। বসতপুরের পোকা ধরা মাঠে দাঁড়িয়ে রায় মশাই জানালেন, আকাশের বর্ষা হবে না হবে না করেও ভালোই হয়েছে। ধান এবারে ভালোই হতো। কিন্তু নিম্নচাপের খামখালিপনায় সব শেষ করে দিল পোকাতে। মঙ্গলকোটে চাষি মনি মণ্ডল জানালেন, শোষক পোকার জ্বালাতে বাধ্য হয়ে সময়ের আগেই কাঁচাতেই ধান কেটে নিতে হচ্ছে। এবারে পোকার আক্রমণ এত ভয়ানক যে, ধানের ভিতরে চাল আছে—সেই চাল কেটে দিচ্ছে। কৃষি প্রধান অঞ্চলগুলিতে নতুন ধানের নবান্ন-কে ঘিরে যে আনন্দ সেই আনন্দ হাওয়ায় উড়ে গেছে।

# নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য

**সেখ সাইদুল হক**

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, কেননা এই বিপ্লব এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। পৃথিবীতে এর আগে যে বিপ্লব হয়েছে তার থেকে নভেম্বর বিপ্লব পৃথক। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব হতে শুরু করে নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে বিভিন্ন পর্বে যেসব বিপ্লব হয়েছে সেখানে শোষকদের নতুন শ্রেণি পুরানো শোষকদের শাসনকে উৎখাত করেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শুধু ফ্রান্সে নয়, সারা পৃথিবীতে এই বিপ্লব স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আবেদন ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের অপরিসীম গুরুত্বকে মান্যতা দিয়েই এই কথা বলা যায় নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আরো গভীর, আরো সুদূরপ্রসারী। গভীর এই কারণে যে নভেম্বর বিপ্লবই প্রথম শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্বে গঠিত সম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার কর্তৃত্বকে খর্ব করে তাকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলেছে।

১৯১৭ সালের এই বিপ্লবের পর পরই ভারত, চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ইরাক, মিশর, আলজিরিয়া সহ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অসাধারণ সাফল্য চীন বিপ্লব, ভিয়েতনামের বিপ্লব, কোরিয়ায় বিপ্লব, কিউবায় বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছে। লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসবাদের সঠিক ও সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটিয়ে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই এটিই পৃথিবীর প্রথম আক্রান্ত বিশাল জনগণের মধ্যে বিভাজনকে প্রশস্ত করেছে। আর এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের লড়াই তীব্র হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক চীন অসামান্য সাফল্য নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলেছে। কিউবা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রকে আরো মজবুত করেছে। নভেম্বর বিপ্লব এই সব ক্ষেত্রেই অনুপ্রেরণার কাজ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ বামপন্থায় ঝুঁকেছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবির আর লাতিন আমেরিকাকে 'ব্যানানা রিপাবলিক' করে রাখতে পারছে না।

আমাদের দেশে কেন্দ্রে এখন যে সরকার চলছে তার মাথায় আছে আর.এস.এস। তাদের হাতে দেশের সংবিধান আক্রান্ত, আক্রান্ত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। মোদির নেতৃত্বে এই সরকার কর্পোরেট তোষণ এবং সাম্প্রদায়িক

ও তার সহযোগী শোষিত শ্রেণি গরিব কৃষক সহ মিত্ররা শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ও শোষক শ্রেমিগুলিকে উৎখাত করতে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে। আর সুদূরপ্রসারী এই কারণে যে নভেম্বর বিপ্লব শুধু ইউরোপে নয়, সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সামনে মার্কসবাদ- লেনিনবাদকে ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এক নতুন আদর্শের সন্ধান দিয়েছে। ইউরাপ ছাড়িয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে। এই বিপ্লব হতে অনুপ্রেরণা পেয়েছে এইসব দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।

তাই একথা জোরের সাথে বলা যায় যে নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণের কাছে এক আলোকবর্তিকা হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় এই বিপ্লব সংগঠিত হয় ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর (রাশিয়ার পুরানো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর)। এই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল মাত্র ১০ দিনে। কিন্তু বিপ্লবকে ধরে রাখতে লেগেছিল সাত বছরের বেশি সময় কেননা এই বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে দশটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ একই সঙ্গে ধারাবাহিক আক্রমণ করেছে। কিন্তু সব আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে লেনিন এবং পরে স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শিক্ষা, শিল্পে, কৃষিতে, সমবায়ে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ক্রীড়াতে বিশ্বের এক শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে, বিশ্বত্রাস হিটলারের ফ্যাসিবাদকে রুখে দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এর আদর্শ। সাম্রাজ্যবাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যা পূর্বে উল্লেখিত চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, কোরিয়ার বিপ্লবকে পথ দেখিয়েছিল। ওই দেশগুলি নভেম্বর বিপ্লব হতে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশের রাজ্যের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে বিপ্লব সংগঠিত করেছিল। লেনিন বলেছিলেন বিপ্লব তখনই সফল হয় যখন পুরানো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ও উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা গড়ে তোলা হয়। এটাই হলো নভেম্বর বিপ্লবের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য, যা জন্ম দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার।

এটা ঠিক সর্বক্ষেত্রে অসাম্য সাফল্য সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র গত শতাব্দীর নব্বই দশকে ভেঙে পড়ে। পতনের এই সব কারণ নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ, আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে, আগামী দিনেও হবে। কিন্তু তাতে কোথাও প্রমাণিত হয়নি যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যর্থ, এর কোনো বাস্তবতা নেই। মাঝে শ্লোগান তোলা হয়েছিল পুঁজিবাদের কোনো বিকল্প নেই। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিশ্বব্যাপী দখলদারি ও প্রভাব সত্ত্বেও এখন বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষের কাছে মার্কস-বর্ণিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এখানেই নিহিত আছে লেনিনের নেতত্বে সংগঠিত নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য।

বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া বিশ্বব্যাপী তার আগ্রাসনকে তীব্র করতে চাইছে। একবিংশ শতাব্দীতে নয়া-উদারনীতির পুঁজিবাদ সমগ্র বিশ্বে মুষ্টিমেয় ধনী এবং দারিদ্র, বেকারি ও ক্ষুধায় বিভাজনের এক মিশেল বানিয়েছে। এদের রাজনৈতিক কর্মসূচি, অর্থনৈতিক কর্মসূচি সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের, সব চেয়ে হিংস্র। উগ্র জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে এরা সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে তীব্র করতে চাইছে। দেশের সম্পদ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। এদের শাসনে ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে। এদের বিরুদ্ধে আন্দোলনও তীব্রতর হচ্ছে। কৃষকদের সংগ্রামে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে এরা অপরাজেয় নয়। নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য হতে শিক্ষা নিয়ে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে পারলে এদেরকে পরাস্ত করা যাবে।

আমাদের রাজ্যেও যে সরকার চলছে সেই সরকার একদিকে উচ্ছৃঙ্খল সরকার, সমাজবিরোধীদের সরকার। অন্যদিকে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। এই সরকার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে, অপরদিকে দান-খয়রাতির প্রলোভন দেখিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। মানুষের ঐক্য ভাঙতে বিভাজনকে মদত দিচ্ছে। এসব সত্ত্বেও ধান্দা পুঁজির সেবক এই সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা গোটা রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব, মহিলারা পথে নেমেছে। মহান নভেম্বর বিপ্লব তাদের কাছে অনুপ্রেরণার কাজ করছে। তাই ১৯১৭ সালে সংগঠিত বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য আজ আরো বেশি বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। নভেম্বর বিপ্লব এই বার্তাই তুলে ধরছে যে সমাজতন্ত্রই হলো আমাদের ভবিষ্যৎ।

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | JAMALPUR | ABUJHATI-I | Jhapandanga Pareshnath Vidyamandir Souther Block . Habitation Name : Jhapandanga | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | CHOTKHANDA PLAY GROUND (BLOCK-C). Habitation Name : CHOTKHANDA PLAY GROUND (BLOCK-C) |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | JAMALPUR | ABUJHATI-I | Keotara Beltala Primary School. Habitation Name : Keotara | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | CHOTKHANDA MARKET COMPLEX (BLOCK-A). Habitation Name : CHOTKHANDA MARKET COMPLEX (BLOCK-A) |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | JAMALPUR | ABUJHATI-I | Jhapandanga Mayer Tala. Habitation Name : Panchisuml | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | CHOTKHANDA MARKET COMPLEX (BLOCK-B). Habitation Name : CHOTKHANDA MARKET COMPLEX (BLOCK-B) |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | JAMALPUR | ABUJHATI-I | Jhapandanga Primary School play ground. Habitation Name : Panchisuml | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | CHOTKHANDA MARKET COMPLEX (BLOCK-C). Habitation Name : CHOTKHANDA MARKET COMPLEX (BLOCK-C) |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | JAMALPUR | ABUJHATI-I | Keotara Beltala ICDS Centre. Habitation Name : Keotara Beltala | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | KALPATURU MARKET COMPLEX (BLOCK-A). Habitation Name : KALPATURU MARKET COMPLEX (BLOCK-A) |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | JAMALPUR | ABUJHATI-I | Jhapandanga Pareshnath Vidyamandir Northern Block . Habitation Name : Panchisuml | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | KALPATURU MARKET COMPLEX (BLOCK-B). Habitation Name : KALPATURU MARKET COMPLEX (BLOCK-B) |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | PANRUI FP SCHOOL. Habitation Name : SC | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | KALPATURU MARKET COMPLEX (BLOCK-C). Habitation Name : KALPATURU MARKET COMPLEX (BLOCK-C) |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 8. Habitation Name : sc, st, minority | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SALOON ICDS. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 7. Habitation Name : SC, ST | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | NARICHA JR HIGH SCHOOL MAIN BUILDING. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 6. Habitation Name : SC, ST | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | NARICHA JR HIGH SCHOOL NEW BUILDING. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 1. Habitation Name : SC, ST | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | NARICHA JR HIGH SCHOOL ANNEX BUILDING. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 2. Habitation Name : SC, ST | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | NARICHA JR HIGH SCHOOL GROUND. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 3. Habitation Name : SC, ST | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA FOOTBALL GROUND. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 4. Habitation Name : SC, ST | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA FP SCHOOL. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Girls High School Block 5. Habitation Name : SC, ST | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA SSK. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | BARDHAMAN-1 | KSHETIA | Kaligram Hattala Pry School. Habitation Name : SC | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA SKUS GROUND. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | CHOTKHANDA PLAY GROUND (BLOCK-A). Habitation Name : CHOTKHANDA PLAY GROUND (BLOCK-A) | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA MARKET GROUND. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | MEMARI-1 | DURGAPUR | CHOTKHANDA PLAY GROUND (BLOCK-B). Habitation Name : CHOTKHANDA PLAY GROUND (BLOCK-B) | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA ICDS. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA MATHPARA. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | Sasanga High School. Habitation Name : all |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA DAS PARA. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Uchalan Brahman Para. Habitation Name : Uchalan Brahman Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA BAGDI PARA. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Uchalan Das Para. Habitation Name : Uchalan Das Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA BIHARI PARA. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Uchalan Hazra Para. Habitation Name : Uchalan Hazra Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA SKUS. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Uchalan Namasudra Para. Habitation Name : Uchalan Namasudra Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA MOLLA PARA. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Uchalan Dighipar. Habitation Name : Uchalan Dighipar |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SASANGA FARM. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Ghustia Play Ground. Habitation Name : Ghustia Play Ground |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SALOON FP SCHOOL. Habitation Name : all | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Nandanpur Namosudra Para. Habitation Name : Nandanpur Namosudra Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SALOON DASPARA. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Nandanpur Pal Para. Habitation Name : Nandanpur Pal Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | SALOON UTTARPARA. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Keunta Paschim Para. Habitation Name : Keunta Paschim Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | TILDANGA MOLLAPARA. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Keunta Sarkar Para. Habitation Name : Keunta Sarkar Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | RUPSA ROYPARA. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Keunta Majher Para. Habitation Name : Keunta Majher Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | RUPSA GARAIPARA. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Keunta Uttar Para. Habitation Name : Keunta Uttar Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | RUPSA MAJHIPARA. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Mandarpur Play Ground. Habitation Name : Mandarpur Play Ground |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | KUMIRKOLA BAZAR. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Kalui Play Ground. Habitation Name : Kalui Play Ground |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | KELETI MAJHIPUKUR. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Rampur Napit Para. Habitation Name : Rampur Napit Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | KELETI PRIMARY SCHOOL. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Ekalakshmi Paschim Para. Habitation Name : Ekalakshmi Paschim Para |
| 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | KHANDOGHOSH | SHASHANGA | GHARKURA PRIMARY SCHOOL. Habitation Name : ALL | 22-11-2022 | PURBA BARDHHAMAN | RAINA-2 | UCHALAN | Ekalakshmi Makorkola Village. Habitation Name : Ekalakshmi Makorkola Village |

R.O Number 298(7) /ICA/PUB/BDN(ADVT) Date./ 04.11.2022

# নাগরিকসমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং কমিউনিস্টদের কাজ

**অতনু হুই**

আজকের সময়ে নাগরিক সমাজ, তার অংশ হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে এ রাজ্য নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তাদের একদা বাম সরকারের সমালোচনা, বর্তমান সরকারি দলের পক্ষাবলম্বন, তাদের ঔচিত্য অনৌচিত্য, দায়, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে চর্চা ও বিযোদগার পর্ব দীর্ঘ বছর ধরে চলছে। এদের দায় বা দায়হীনতা, কর্তব্য বা কর্তব্যহীনতা, এদের সরকারি কাজে অংশগ্রহণ বা নীরব থাকা—সব নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বামপন্থীদের নাগরিক সমাজ তার অংশ হিসাবে বুদ্ধিজীবী এই প্রশ্নে অবস্থান কী হওয়া উচিত? বিভিন্ন ভাবভঙ্গি প্রকাশে বোঝা যায় সেটাও যথেষ্ট গোলমেলে। পক্ষে বললে গুরুদেব, না বললেই বাপবাপান্ত। তাই প্রথমেই এ বিষয়ে মার্কসবাদী ও আধুনিক উন্নত সমাজে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। কমিউনিস্ট পার্টি কী ও কেন? তারা কী চাইছে? এবং সেখানে এদের প্রয়োজন কতটা? তা নির্ধারণ করতে হবে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে। যা বামপন্থী অবস্থানকে স্পষ্ট করবে।

সনাতনী মার্কসবাদে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্যোতক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরসমাজকে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি অরাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে সেখানে দেখা হয়েছে। এই রকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেনিন কিছুটা সরে আসেন। পুরসমাজ ও তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক পক্ষাবলম্বন এবং ঐতিহাসিক ভাবে তাদের বিশেষ ভূমিকাটি লেনিনবাদে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো এগিয়ে গ্রামশি 'কারা পাণ্ডুলিপি'-তে সিভিল সোসাইটি ও বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যদিও তাঁর ভাবনা লেনিনের দ্বারা প্রভাবিত। তবু আজকের আধুনিক উন্নত সমাজে গ্রামশির ভাবনা উল্লেখযোগ্য ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

মার্কস, এঙ্গেলস বারেবারে বলেছেন ভিত্তিই সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু কখনো কখনো উপরিকাঠামো ভিত্তিকে প্রভাবিত করে। এই উপরিকাঠামোর বিষয়টি গ্রামশির চিন্তায় অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

গ্রামশি তাঁর চিন্তায়—সমাজের উপরিকাঠামোকে দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম টি 'পলিটিক্যাল সোসাইটি'। যা জনগণের প্রতিষ্ঠান ও দমনপীড়নের যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত। যেমন সেনাবাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো 'সিভিল সোসাইটি'। যার মধ্যে রয়েছে সমস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান। যেমন ধর্মস্থান, বিদ্যালয়, ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। গ্রামশির মতে, রাষ্ট্র পরিচালনা বা ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে সিভিল সোসাইটির সম্মতির মাধ্যমে আধিপত্য বা 'হেজিমনি' অর্জন করাই এই সময়ে প্রধান বিষয়। যেখানে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে 'ডমিনেন্স' বা বলপ্রয়োগের কোন সুযোগ থাকে না। তিনি মনে করেন মার্কসবাদে যে বাস্তব সম্মত সমাজের কথা বলা হয়েছে তা আসলে সকলের রুচি, নৈতিকতা, ধর্মসংস্কার, রাজনৈতিক ধারনা ও অভিপ্রায়ের এমন এক যোগফল যা সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রণালীময় জীবনকে নিশ্চিত করে। শাসকশ্রেণি সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি, পারস্পরিক সম্মানবোধের উপর দাঁড়িয়ে সম্মতি আদায়ের কাজগুলো করে এই সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে। আর আইনগত, জন স্বতঃস্ফূর্ততাকে লুপ্ত করে বলপ্রয়োগের যে কাজগুলো করে, তা করে পলিটিকাল সোসাইটির মাধ্যমে।

গ্রামশির চিন্তাধারা লেনিনের এই সংক্রান্ত ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। লেনিন বুঝেছিলেন সমাজতন্ত্রে পার্টি ও পার্টির সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের কাজ হবে শ্রমিক কৃষকের মধ্যে বৌদ্ধিক চেতনার এমন উন্নয়ন ঘটানো যাতে শ্রমজীবী মানুষ সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুর্জোয়া সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারে। লেনিনের এই ভাবনায় দেশ গঠনের কাজে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত বহু ক্ষেত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে নিয়েছিল।

গ্রামশি সেই ভাবনার আরো গভীরে গিয়ে এর বিপদের দিকটিকেও সমানভাবে চিহ্নিত করে স্পষ্ট বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'প্রলেতারি একনায়কত্বে' দমনমূলক কাজ করতে হবে শাসক প্রলেতারিয়েত শ্রেণির সামাজিক নেতৃত্বের অধীনে। অর্থাৎ বৃহত্তম শ্রমিকশ্রেণি ও জনসাধারণের স্বেচ্ছা সম্মতি সেই একনায়কত্বের মধ্যে প্রকাশিত হবে। নচেৎ শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। এর মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে সমাজতন্ত্রে বিপর্যয় অনিবার্য। আমরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি যেমন দেখেছি, তেমনি তার অধঃগতি দুই-ই প্রত্যক্ষ করেছি। আর এখানেই গ্রামশির বিশ্লেষণ মূর্ত হয়ে ওঠে।

গ্রামশি মনে করতেন যে রাষ্ট্র যতবেশি শিল্পোন্নত হবে সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্বের অধিক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম হয়ে উঠবে সামাজিক নেতৃত্ব অর্জনের সংগ্রাম। অর্থাৎ সিভিল সোসাইটির সম্মতির দৃঢ় কাঠামো থাকলে রাষ্ট্র বহু অন্যায়, টালমাটাল পরিস্থিতিতেও টিকে যাবে। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টিতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে সিভিল সোসাইটির সম্মতি অর্জনের প্রশ্নটি নেতৃত্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এখানে। তাঁর মতে 'ওয়ার অফ পজিশনে' বা অবস্থানগত যুদ্ধে নাগরিক সমাজের হেজিমনি অর্থাৎ সম্মতিসূচক আধিপত্য অর্জন করা ব্যতীত শ্রমিক শ্রেণির বিজয় অর্জন কার্যত অসম্ভব।

গ্রামশি চিন্তার গভীরতায় গিয়ে দেখা যায় সিভিল সোসাইটির অংশ হিসাবে বুদ্ধিজীবীরদের রাষ্ট্রের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেওয়াকে অর্থনৈতিক সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা, কিংবা নিয়মরক্ষার কাজ বা সুবিধাভোগী, অনুগ্রহেলাভী, সম্মানপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি বা বিপরীতমুখী বিশেষণের মধ্যে সীমায়িত করে দেখা সঠিক হবে না। গ্রামশি এই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বিষয়টিকে মতাদর্শ ও উপরিকাঠামোর গঠন প্রণালীর মধ্যে রেখে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। স্থূল আদর্শবাদ নিছক রাজনৈতিক নেতাদের হাতিয়ার, গ্রামশি এ ভাবনাকে সঠিক বলে মনে করেননি। কারণ তিনি মনে করেন শাসকের মতাদর্শ; 'স্বেচ্ছাকৃত ও সচেতন এক ধাপ্পা।' আবার মার্কসীয় সমাজবিকাশে মতাদর্শই বাস্তবতার দর্শন। মার্কসবাদী মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে মার্কসবাদে সমাজ বিশ্লেষণে উপরিকাঠামোকে কেবল চিহ্নিত করা হয়নি, বরং তার পার্থক্যগুলিকেও সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

গ্রামশি এর উপর ভিত্তি করেই বুদ্ধিজীবীদের রুটিন মাফিক বিশ্লেষণ করে তাঁর দায় শেষ করেননি। সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় তাদের দায়বদ্ধতাকে ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। মানুষের সক্রিয়তায় যে ইতিহাস বদলায়, বুদ্ধিজীবীরা সেই ঐতিহাসিক জোটের কাঠামো ও উপরিকাঠামোর মধ্যে সংযোগাকারী সেতুর মতো। এরা যেকোনো সংকটে বৈপ্লবিক ভূমিকা নেয়,ও নতুন উদীয়মান শাসক শ্রেণির বৌদ্ধিক ও নৈতিক চিন্তার সোপান হয়ে ওঠে। কাজেই যে কোনো বৈপ্লবিক সংগ্রামের পূর্বশর্ত হলো বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে সচেতন করে তোলা এবং সমাজবিকাশে তাদের কর্তব্যকে শক্তিশালীভাবে নির্ধারণ করে তোলা। এবং এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে তাদের সেই ভূমিকাকে উৎসাহিত করা।

বিপ্লবী শ্রেণি সহজে তার সাংগঠনিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র কাঠামো নিয়ন্ত্রণে তা সিভিল সোসাইটির অনুমোদনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে হয়। এখানেই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে মার্কসবাদ কোনো গণৎকারের দর্শন নয়, এক বাস্তবতার দর্শন। তাই সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে অবহিত থেকে মার্কসবাদীরা সমাধানের পথ খোঁজে। কাজেই ভবিষ্যতে বিপ্লব কী রকম ভাবে হবে, তার থেকে হাতের কাছে থাকা চলতি দ্বন্দ্বগুলির সমাধান ও তার নিষ্পত্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার বলে গ্রামশি মনে করেন। মার্কসবাদী বীক্ষার সেটাই বাস্তব শিক্ষা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এরাজ্যে বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থান নির্ণয় করা দরকার। মনে রাখতে হবে বুদ্ধিজীবীদের কমিউনিস্ট পার্টিতে অবশ্যই প্রয়োজন এবং তার গুরুত্ব খুব বেশি। তারা পার্টির সম্পদ, তাদের পার্টি হারাতে চায় না। তারা পার্টির জীবন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এর মাঝে একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। তা হলো উভয় পক্ষের চিন্তার ও কাজের ঐক্য। কোন কমিউনিস্ট পার্টি যদি বুদ্ধিজীবীদের তাদের মতো করে ব্যবহার করতে চায়, তাদের ভাবনা চিন্তাকে শৃঙ্খলার অজুহাতে লাগাম পরাতে চায়, তখনই বাধে দ্বন্দ্ব। তা থেকে দূরত্ব, শেষে বিচ্ছেদ। আবার কোন বুদ্ধিজীবী যদি ভাবে মতাদর্শগত ভাবনাই শেষ কথা। তাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও শৃঙ্খলাপরায়ণ তার সাংগঠনিক কাঠামোর কোন প্রয়োজন নেই, তাহলেও বিপদ ঘনিয়ে আসে। সাচ্চা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাজ এর মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তোলা।

এখন প্রশ্ন, বুদ্ধিজীরীরা কেন কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন? উত্তরণ মার্কসবাদী ভাবাদর্শের দুর্দমনীয় টানে। নিছক কমিউনিস্ট পার্টির গঠন, চালচলন, কর্মপন্থা দেখে খুব কম বুদ্ধিজীবীই পার্টির ভিতরে আসেন।

আবার একজন বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে যায় কেন? মার্কসবাদী তত্ত্বে আস্থা হারিয়ে? না কি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে? বুদ্ধিজীবী কি মার্কসবাদ আর তার প্রয়োগকারী কমিউনিস্ট পার্টিকে সমার্থক ভাবেন? আবার কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিরেকে মার্কসবাদ প্রয়োগ করা বুদ্ধিজীবীদের কাজ হতে পারে কি? কাজেই মার্কসবাদ প্রয়োগে বৌদ্ধিক বিকাশকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে বুদ্ধিজীবীদের সর্বদা কমিউনিস্ট পার্টি আকর্ষণ করতে পারে। আর সর্বদা তার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে।

মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তিই বুদ্ধিজীবীদের প্রধান চালিকা শক্তি হওয়ায় তারা শৃঙ্খলার বাঁধনে, কোন অনুশাসনের নীতিতে আটকা পড়ে থাকতে চায় না। একজন বুদ্ধিজীবী নিজ বিচারধারায় মার্কসবাদকে যেভাবে দেখে, আর কমিউনিস্ট পার্টি তার দৈনন্দিন কাজ, বিরোধী শক্তি, কর্মীদের ধরে রাখা, আশুরাজনৈতিক কর্তব্য ইত্যাদি প্রশ্নে যে নীতিমালা প্রণয়ন করে, তার সাথে বুদ্ধিজীবীর ভাবনা অনেক সময় খাপ খায় না। সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি হয় সেখান থেকেই।

কাজেই বুদ্ধিজীবীর কাছে পার্টি ও মতাদর্শ অভিন্ন হয়ে না ওঠাই বিপত্তির মূল উৎস। একজন সাধারণ কর্মী দৈনন্দিন কাজে ও শৃঙ্খলার আধারে মতাদর্শকে মানানসই যতোটা সহজে করে নিতে পারে, বুদ্ধিজীবী তা পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির গভীরতায় পার্টির সব ব্যাখ্যা বুদ্ধিজীবীর হজম করে ওঠা শক্ত হয়। অথচ কমিউনিস্ট পার্টি তার নীতিমালা, পার্টি ক্লাস, বইপত্র, পুস্তিকা প্রণয়নের কাজগুলি মূলতঃ বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমেই করে থাকে। কিন্তু মতাদর্শগত ভাবনার একরৈখিকতাকে কর্মীরা সহজে গ্রহণ করলেও, বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষায় তা যাচাই করে গ্রহণ করতে চায়। ফলে মার্কসবাদী সৃজনশীলতার নবনির্মিত নতুন নতুন চিন্তভাবনাগুলি সে সরিয়ে রাখতে পারে না। সেগুলিও অনেকাংশে তার কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু পার্টি সে সব প্রশ্নে অনেক সময় অবস্থানের ভিন্নতায় খাপখাওয়াতে পারে না।

কাজেই বুদ্ধিজীবীদের ইস্পাতদৃঢ় কমিউনিস্ট শৃঙ্খলায় বাঁধতে চাইলে হিতে বিপরীত হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। বরং বুদ্ধিজীবীদের যান্ত্রিক শৃঙ্খলার বাইরে উদার, সংবেদনশীল, স্বাধীন মনন, বৌদ্ধিক উৎকর্ষতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করলে কমিউনিস্ট পার্টির লাভ ভিন্ন লোকসানের কিছু থাকে না। এই রকম এক পরিমণ্ডলেই আমাদের দেশে; একসময় বলরাজ সাহানী, দেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, চিত্তপ্রসাদের মতো বহু কৃতী মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে এসেছিলেন। তার পরেও বহুজন এসেছেন। আবার উদারতা পরিহার করে সংকীর্ণতা যখন পার্টিতে প্রাধান্য পেয়েছে, তখন তাদের চলে যেতেও দেখা গেছে।

মনে রাখতে হবে বুদ্ধিজীবীরা স্বাভাব ক্রিটিক, বা স্বতঃপ্রণোদিত সমালোচক। তারা রাষ্ট্রীয় শক্তির সর্বদা সমালোচনা করে। স্বাধীন মতামত প্রদান করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করে। আবার কমিউনিস্ট পার্টি সেই কাজগুলিই করতে চায়। তারা উদীয়মান নতুন রাজনৈতিক শক্তির বৌদ্ধিক বিকাশ ও জনমতের সম্মতির ভিত্তি তৈরি করে। বুদ্ধিজীবীদের বেশি অংশ বামপন্থী হয়, কারণ তারা প্রচলিত শোষণমূলক নির্দয়, হৃদয়হীন সমাজের বদল চায়। কিন্তু কোন পথে? সেখান থেকেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি। নাগরিক সমাজ ও তার বুদ্ধিজীবী অংশকে কখনো কখনো সর্বগ্রাসী পার্টিতন্ত্রের আধারে বাঁধতে চাওয়া বিপত্তি ডেকে আনে। বামফন্টের যবনিকাপাতের শেষের দিকে সেই লক্ষণগুলি ছিলো। আজ ভারতীয় জনতা পার্টি বা এরাজ্যে তৃণমূল শাসনে সেই সর্বগ্রাসী পার্টিতন্ত্রের আধারে বুদ্ধিজীবীদের আটকে রাখতে চাওয়া হচ্ছে। প্রলোভন বা ভয় কোনটাই শেষ বিচারে ক্রিটিক বুদ্ধিজীবীদের বেঁধে রাখতে পারে না। তারা নতুন উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তির বৌদ্ধিক বিকাশে ও জনমত গঠনে সম্মতি আদায়ের আধারে পরিণত হবেই। পুরসমাজের সম্মতিই রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কাজের অনুমোদনের প্রধানতম রক্ষাকবচ। এদের বাদ দিয়ে বহু কাজ করে ওঠা তাই অসম্ভব হয়ে যায়। কাজেই বুদ্ধিজীবীদের নির্মম সমালোচকদের অনেকেরই এই সমাজের আপেক্ষিক গভীরতায় তাদের মাপার হিম্মত থাকে না। আর অন্যদিকে, নীরবে সরকারি কাজের সবকিছু একবাক্যে মেনে নেওয়া বা যে কোনো অসার কাজকে অনুমোদনযোগ্য করে তোলা বুদ্ধিজীবীরা—তাদের চরিত্রের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে দলদাসে পরিণত হয়। এরা এক একজন ফসিল ইন্টেলেকচুয়াল হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নেয়।

কাজেই বুদ্ধিজীবী সমাজকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ধৈর্য ও উদারতার প্রমাণ রাখতে হবে। এদের কথা, সমালোচনা, সত্য, অর্ধসত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন তা জনমণ্ডলীতে প্রভাব তৈরি করে। কাজেই এদের ব্যবহারে যোগ্য হয়ে উঠলে যে কোন পার্টি অনেক সহজে রাজনৈতিক আধিপত্য বা হেজিমনি তৈরি করতে পারে। যা আজকের সময়ে খুবই আবশ্যক।

গ্রামশি তাই মনে করেন—এরা রাষ্ট্রের অংশ। কারণ এরা রাষ্ট্রের দমন, বলপ্রয়োগ, আধিপত্যের অনুমোদন দেয়। অর্থাৎ একটি 'স্ট্রাটেজিক' শক্তি হিসাবে গ্রামশি এদের দেখেছেন, যা উপেক্ষা করে প্রচলিত উন্নত ব্যবস্থায় টিকে থাকা যায় না। তাই যে কোনো কর্মসম্পাদনে এদের মান্যতা গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায়—সমাজ ও বুদ্ধিজীবীর সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক সূত্রে গাঁথা। জনমণ্ডলীর আত্মচেতনা গড়ে ওঠে বুদ্ধিজীবী-মণ্ডলীর কাছ থেকে। এভাবে নিজেকে সচেতন সংগঠিত না করে জনমণ্ডলী তার অধিকারকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে না। তাই পরিমাণগত বা গুণগত উভয় দিকেই উল্লম্ফন গতিতে জনমণ্ডলীকে সমাজপরিবর্তনে ধাবিত করতে পারে বুদ্ধিজীবীরাই। জনমণ্ডলীর সঙ্গে দীর্ঘ টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে এই সম্পর্ক। এর মধ্যেদিয়ে দ্বান্দ্বিক ভাবে উত্তীর্ণ হবার দায় উভয়েরই থেকে যায়।

কাজেই গ্রামশির মার্কসীয় উপরিকাঠামো ধারণার উপর গড়ে তোলা দুই ক্ষেত্র—'হেজিমনি' ও 'ডমিনেন্স' পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের ভাবনার আধারেই আমাদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। ফুটাপাত্রে তৃষ্ণা মেটাবার ভাবনার মতো বুদ্ধিজীবী ব্যতীত কমিউনিস্ট পার্টিই সব পারবে এ ভাবনা এক আত্মবিনাশী ভাবনা হবে। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে ফ্যাসিবাদকে খাটো করে দেখার প্রথম পর্যায়ের ভাবনার বিপদজনক মাশুল বহুদেশকে গুনতে হয়েছিল। ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখা যায়—ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসোলিনির নেতৃত্বধীন ফ্যাসিস্ট পার্টির জন্ম প্রায় একই সময়ে হয়েছিলো। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিকদের উপর বিশাল প্রভাব থাকলেও কৃষক সহ বৃহত্তর জনমণ্ডলীর উপর অনেক বেশি প্রভাব ছিল ফ্যাসিস্টদের। তাই ইতালিতে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের সহজে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্টরা তা পারেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গ্রামশি 'হেজিমনি' ধারণায় উপনীত হন। (হেজিমনি কথাটি সম্ভবত গ্রামশি লেনিনের কাছ থেকে নিয়েছেন)। অর্থাৎ জনমণ্ডলীর সম্মতির শক্তি। এই সময়ে আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদী শক্তির পদচারণার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে হবে সকলকে। ক্রমশ গ্রাস করা হচ্ছে সাংবিধানিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, মুক্তমনের চিন্তাধারা। কাজেই শিয়রে সমন। কমিউনিস্টদের এই কঠিন সময়ে আসতে হবে মার্কসবাদী ব্যাখ্যার আজকের প্রেক্ষিতে সাধারণ বোঝাপড়ায়।

কৃতজ্ঞতা

১) গ্রামশি : জীবন ও চিন্তা-সম্পাদনা - নরহরি কবিরাজ।

২) আনতোনিও গ্রামশি, বিচার ও বিশ্লেষণ সম্পাদনা - শোভনলাল দত্তগুপ্ত

৩) প্রসঙ্গ পশ্চিমী মার্কসবাদ, গ্রামশি থেকে হাবেরমাস—শোভনলাল দত্তগুপ্ত

৪) সমাজ মার্কসতত্ত্ব ও সমকাল—শোভনলাল দত্তগুপ্ত

৫) গ্রামশিচর্চা, সম্পাদনা—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬) আন্তোনিও গ্রামশি --- জনপ্রিয় বক্তৃতামালা— সলিমুল্লাহ খান (বাংলাদেশ)।

# বিজ্ঞানে নোবেল ২০২২

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**শারীর বিজ্ঞান :**

আজকের মানুষ কোথা থেকে এলো এ প্রশ্ন চিরন্তন। জীবাশ্মবিজ্ঞান আর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আজকের মানুষ, হোমো স্যাপিয়েন্স, প্রায় ৩০০,০০০ বছর আগে আফ্রিকায় প্রথম দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে আমাদের নিকটতম আত্মীয় নিয়ান্ডারথাল মানুষ প্রায় ৪০০,০০০ বছর থেকে ৩০,০০০ বছর আগে পর্যন্ত ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় বিরাজ করেছে। প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্সদের একটি দল আফ্রিকা থেকে মধ্য প্রাচ্যে চলে আসে এবং সেখান থেকে তারা বাকি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডারথালরা এভাবে কয়েক হাজার বছর ধরে ইউরেশিয়ার বিশাল অংশে সহাবস্থান করেছিল। পরে নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে, মানবপ্রজাতির বংশগতির অনুক্রম জানা সম্ভব হয়। বংশগতির অনুক্রম হল সমগ্র মানবজাতির বংশ পরম্পরার বৈজ্ঞানিক ইতিহাস। সোয়ান্তে পাবো নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ কণা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই ডি এন এ কণা সমসাময়িক মানুষের ডি এন এ ও নানা জীবানু সংক্রমণে দূষিত হয়। তবু পৃথক প্রজাতি হিসাবে নিয়ানডারথাল মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তাঁর বিশ্লেষণ (২০১০) থেকে জানতে পারি যে নিয়ান্ডারথাল এবং হোমো স্যাপিয়েন্সদের সাম্প্রতিকতম সাধারণ পূর্বপুরুষ প্রায় ৮০০,০০০ বছর আগে বাস করেছে ও আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। আজকের ইউরোপ ও এশীয় বংশোদ্ভূত মানুষের মধ্যে নিয়ানডারথাল প্রজাতির ১ , ৪ ু জিন রয়েছে। ২০০৮ সালে সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের ডেনিসোভা গুহা থেকে নিয়ান্ডারথাল ও হোমো স্যাপিয়েন্সদের থেকে পৃথক প্রজাতির মানুষের হাড় সংগ্রহ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমসাময়িক মানুষের বংশগতির অনুক্রম থেকে তিনি দেখান এই বিশেষ প্রজাতির মানুষের জিন আজকের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। ডেনিসোভা গুহার নামানুসারে এই প্রজাতির তিনি নাম দেন ডেনিসোভান প্রজাতি। যে সময়ে হোমো স্যাপিয়েন্স আফ্রিকা থেকে চলে এসেছিল, সেই সময়ে নিয়ানডারথাল প্রজাতি ইউরোপ ও এশিয়ার পশ্চিমে এবং ডেনিসোভানরা পূর্বাংশে বসবাস করতো।

এই প্রজাতিগুলির মধ্যে সংমিশ্রণ হয়েছিল। বিজ্ঞানী পাবো দেখিয়েছেন যে উঁচু পাহাড়ে বসবাসকারী তিব্বতীয় মানুষদের মধ্যে ডেনিসোভান জিনের আধিক্য, আবার নিয়ানডারথাল জিনের কারণে আজকের মানুষের নানা রোগ সংক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। পাবোর গবেষণা বিলুপ্ত হোমিনিন, মানব বিবর্তন ও অভিবাসনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানে প্রত্নবংশাণুবিজ্ঞান বা প্যালিওজেনেটিকসের নতুন শাখার জন্ম দিয়েছে। সাভান্ত আবে-র পিতা সুন বার্গস্টর্ম ১৯৮২ সালে শারীরবিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

**পদার্থবিজ্ঞান :**

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কণাবলবিজ্ঞান। গত শতাব্দীর গোড়ায় বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইনের হাত ধরে এর বিস্তার। পরে নিলস বোর, শ্রয়েডিঙ্গার, পল ডিরাক, হাইজেনবার্গ প্রভৃতি পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর গবেষণায় আজ ফলেফুলে বিকশিত। কণাবলবিজ্ঞানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়, কখন কোন কণা গতির কোন অবস্থায় থাকবে আর সেই ধর্ম কাজে লাগিয়ে দ্রুত গাণিতিক বিশ্লেষণ,

কোয়ান্টাম কমপিউটর বা নেটওয়ার্কের কাজ করা সম্ভব। বর্তমান যুগটা তথ্য বিস্ফোরণের যুগ।

এই তথ্য আবার নির্দিষ্টভাবে অনুমোদিত ব্যবহারকারীর কাছে পাঠাতে হবে, মানে 'আমার চিঠি খুলতে মানা' গোছের ব্যাপার আর কি! হ্যাকারকে কি 'তথ্যদস্যু' বলা যায়? যাই হোক অবাঞ্ছিত ব্যবহারকারীর হাত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যকে সরিয়ে রেখে যথার্থ ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া কঠিন কাজ। এবারের পদার্থবিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার সেই প্রেরণার হাতিয়ার। ধরা যাক, কোন উৎস থেকে এক মুহূর্তে দুটি আলোক কণা (ফোটন) দুই বিপরীত দিকে ছুটলো। এখন কণাবলবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী অন্য কোন মুহূর্তে একটি কণার ধর্ম জানা গেলে অন্যটির ধর্ম বলা সম্ভব। এই যে একটি কণার ধর্ম অপরটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে, কণাবলবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট। হাতের কাছে মোটা দাগের উদাহরণ, ধরা যাক এক জোড়া মোজা প্যাকেট বন্দী হয়ে আছে, বাইরে থেকে দেখা যায়না। একটা মোজা বের করে দেখালে অন্য মোজাটি না দেখেও বলা যায় এই মোজাটি সুতি না সিল্ক, সাদা না রঙীন, নক্সাকাটা না নক্সাহীন কিংবা ডান/বাম পায়ের। মনে রাখতে হবে এখানে জোড়া মোজার কথা বলা হচ্ছে, জামাই ঠকানো পৃথক মোজা নেওয়া হয়নি। এখানে মোজার বৈশিষ্ট্য যেমন আমার কাছে গোপন রয়েছে তেমনি কণাবলবিজ্ঞানের জগতে একটি কণার (যেমন ইলেকট্রন, ফোটন) বৈশিষ্ট্য আমার অজানা। কণা দুটি পরস্পরের থেকে বহুদূরে থাকলেও একটি কণা কোন ভাবে চিহ্নিত হলে দ্বিতীয়টি অচিহ্নিত হলেও আমার জানা হয়ে গেল।

এ্যালান এ্যাসপেক্ট, জন ক্লজার ও এন্টন জেলিঙ্গার দুই বা তার বেশি যুগ্ম কণা নিয়ে এই জাতীয় পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পরস্পর দূরে থাকলেও একটি কণা সম্পর্কে জানা গেলে অপরটির বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা না করেই জানা সম্ভব। ১৯৭২ সালে জন ক্লজার তাঁর সহকারী বিজ্ঞানীদের নিয়ে দুটি এনট্যাঙ্গেলড ফোটন নিয়ে এই পরীক্ষা করেন। এ্যালান এ্যাসপেক্ট এই পরীক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করেন। ১৯৯৭ সালে এন্টন জেলিঙ্গার দেখান যে এই জড়িয়ে থাকা কণা বিপরীত পথে চলতে থাকার সময় যদি কোন তৃতীয় কণার সাথে জড়িয়ে পড়ে তবে এই কণা তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। মূল জোড়া কণার বৈশিষ্ট্য তৃতীয় কণায় স্থানান্তরিত হওয়াটিকে কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন বলে। আধুনিক তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা যুগান্তকারী।

**রসায়ন :**

আধুনিক রসায়নবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পাঠ নিতে শুরু করেছেন। জটিল প্রাকৃতিক অণুকে অনুকরণ করেই রসায়নে শত শত বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞান আমাদের সমৃদ্ধ করেছে, দিয়েছে শক্তি, রোগভোগ থেকে মুক্তি ঘটিয়েছে। এই উত্তরণে প্রধান বাধা নানান অবাঞ্ছিত বস্তুর উৎপত্তি। একটি জটিল আণবিক গঠন নির্মাণের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপস্থিত উপপণ্য তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত করতে না পারলে ঈপ্সিত আণবিক গঠনের ক্ষতি হতে পারে, ব্যয়বহুল হতে পারে। ২০২২-এর নোবেল পুরস্কার এক নতুন রাসায়নিক আদর্শ যা বিক্রিয়ার সরলতা ও কার্যকারিতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

শুরুটা ২০০১ সালে, এবছরেই ব্যারি শার্পলেস রসায়নে তাঁর প্রথম নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন। ব্যারি শার্পলেসের অবদান ক্লিক কেমিস্ট্রির উদ্ভাবনে। এটি কোন একক বিক্রিয়া নয় বরং প্রকৃতির নানা উদাহরণ থেকে নেওয়া ছোট জৈব অণুকে পছন্দসই সংযুক্তিকরণের এক শ্রেণির সংশ্লেষণ। একে বলে 'ক্লিক' বিক্রিয়া। রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ পর্যন্ত সাতজন মহিলা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম—ক্যারোলিন বার্তোজি।

তাঁর কাজের নানা প্রয়োগের মধ্যে অন্যতম ক্যানসার চিকিৎসা। ক্লিক কেমিস্ট্রির আদর্শকে ব্যবহার করে তিনি উদ্ভাবন করেছেন 'বায়োঅর্থোগোনাল বিক্রিয়া'। জীবকোষের স্বাভাবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে এই বিক্রিয়া জৈবকোষের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করবে।

যেমন ধরুন, পরীক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে কোনো পরীক্ষা দিচ্ছে, পাশাপাশি পরীক্ষক প্রত্যেকেব স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করছেন। প্রথম কাজটি গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয় কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং কোন ভাবে হস্তক্ষেপ না করেই দ্বিতীয় কাজটিকে প্রথমটিব 'অর্থোগোনাল' কাজ বলা যায়। বার্তোজি টিউমার কোষের বাইরে গ্লাইকানের বিষয়ে কাজ করেছেন। গ্লাইকান শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে। এই গ্লাইকান কোষগুলি ধ্বংস করতে বার্তোজির 'বায়ো-অর্থোগোনাল' বিক্রিয়া সাহায্য করে। তেমনি রসায়নে 'ট্রায়াজোল' একটি দরকারী জৈব-অণু। ঔষধশিল্পে, বিভিন্ন রঞ্জক, কৃষি-রসায়ন ও অন্যান্য জৈবযৌগে পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে এর প্রস্তুতি সময়সাধ্য ও নানা অবাঞ্ছিত উপজাত পণ্যের ভিড়ে সংশ্লেষের কাজটি ব্যয় সাপেক্ষ। মর্টেন মেল্ডাল স্বতন্ত্রভাবে এই 'ক্লিক' রসায়নের আদর্শে এই কাজ করেছেন। ক্লিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার আদর্শ বলতে আমরা কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত এই বিক্রিয়ায় তাপগতির চালিকাশক্তি উচ্চমানের হওয়ায় বিক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটে। দ্বিতীয়ত, প্রথম বৈশিষ্ট্যের ফলে এই বিক্রিয়ায় উপজাত পণ্য নেই বললেই চলে, থাকলেও খুব সহজে এগুলি পৃথক করা যায়। তৃতীয়ত, এই বিক্রিয়া প্রধানত জলীয় মাধ্যমে ঘটে। চতুর্থত, এই বিক্রিয়া কখনোই উভমুখী নয়, বরং একমুখী। ফলে উৎপন্ন রাসায়নিকের পরিমান অনেক বেশি। এছাড়াও উৎপন্ন অণুর নানা কাঠামোগত বিন্যাস ক্লিক বিক্রিয়াকে অনন্য করেছে। এর ফলে প্রোটিন সংশ্লেষণ, বায়োইমেজিং, ড্রাগ টার্গেট চিহ্নিতকরণ, ড্রাগ ডেলিভারিসহ মেডিসিনাল কেমিস্ট্রিতে এক নতুন গবেষণার দিক উন্মোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :
Nobel prize.org.

# অন্য সংস্কৃতি

## খড়কুটো

**ধারাবাহিক উপন্যাস**

**কাকলি ঘোষ**

**—গত সংখ্যার পর**

ফোন নম্বরটা সেভ করতে করতে নন্দিতা বলে—আপনার নামটা?

—শঙ্খদীপ সামন্ত।

—ওকে। নন্দিতা বাড়ির পথ ধরে।

বাড়ি ফিরে দেখে মা টিভি দেখতে দেখতে চা খাচ্ছেন। ওকে দেখে বললেন—কী রে এত দেরি হলো? যা স্নান সেরে নে। আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি।

নন্দিতা স্নান সেরে মায়ের কাছে বসে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে তখনই ফোন হাসপাতাল থেকে—ম্যাডাম, আপনাদের পাড়ায় করোনা পেশেন্টকে নিতে অ্যাম্বুলেন্স গেছে। বাড়ি বুঝতে পারছে না, বাহাদুর তো আপনার বাড়ি চেনে যদি বাড়িটা দেখিয়ে দেন।

—কী নাম?

—শঙ্খদীপ সামন্ত।

—ওঃ আমার বাড়ির দুটো বাড়ি আগে।

ও তাহলে শঙ্খদীপের মাকে ভর্তি করতে হয়েছে। ভদ্রলোক তাকে ফোন করতে পারতেন। ও কী করেই বা করবেন? ওর ফোন নম্বর তো ওনাকে দেওয়া হয়নি। নন্দিতা ভাবে ওরই একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। নন্দিতা ফোন করে। ফোনটা বেজে যায়।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে নন্দিতার একটু দেরই হয়। হাসপাতালে যেতে হবে, ও তৈরি হয়ে নেয়। কী ভেবে শঙ্খদীপকে ফোন করে। এবারও ফোনটা বেজে যায়। কী হলো? নন্দিতা ভাবে একবার ওদের বাড়ি যাবে। হাসপাতাল যাবার পথে নন্দিতা শঙ্খদীপের বাড়ি আসে। বাড়ির সামনে ব্যারিকেড। ঢোকা যাবে না। নন্দিতা আবার ফোন করে। ওপারে শঙ্খদীপ, ভেঙে পড়া গলায় বলে—হ্যালো।

—আমি নন্দিতা বলছি। কাল থেকে অনেকবার আপনাকে ফোন করছি। আপনার মা কেমন আছেন?

—মা মারা গেছেন। বডি দিচ্ছে না। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আছি মা'কে একবার শেষ দেখা দেখব বলে।

নন্দিতা অসহায় গলায় বলে—ঠিক আছে। আপনি থাকুন আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে হাসপাতাল যাচ্ছি।

নন্দিতা যখন হাসপাতালে পৌঁছায় তখনও শঙ্খরা দাঁড়িয়ে। নন্দিতা ওদের পাশে এসে বলে—ফরমালিটিস্‌গুলো হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। এবার মাকে নিয়ে যাবে।

ট্রলিতে করে বডি আসে। কালো পলিথিনে মোড়া। কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা লেবেল ঝুলছি—অসীমা সামন্ত।

মা'র দেহটা দেখে শঙ্খ কান্নার ভেঙে পড়ে। নন্দিতা ওর পিঠে হাত রাখে। ফিরে যায় সেই দিনে যেদিন মনোজকে হারিয়েছিল। এই পৃথিবীতে প্রত্যেককেই কোনো না কোনো আপনার জনকে হারাতে হয়। এই হারানোর সূত্র ধরেই মানুষ আবার কোনো না কোনো আপনজন খুঁজে পায়।

**পনেরো**

পল্টুর পিঠে ব্যাগ। চটি ছিঁড়ে গেছে। পায়ে প্লাসটিক বেঁধে হাঁটছে পল্টু। শুধু পল্টু না, ওদের শহর, শহরের কাছাকাছি গ্রামের মানুষজন অনেকে আছে। সেই মুঙ্গের থেকে হেঁটে আসছে। লকডাউন। মারণরোগ করোনার সংক্রমণের ভয়। ট্রেন, বাস বন্ধ, চারিদিক স্তব্ধ। না-চলার শপথ নিয়েছে যেন সব, কিন্তু মানুষের তো চলার বিরাম নেই। মুঙ্গেরে পল্টুদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কাজ নেই। মজুরি নেই। পকেটে টাকা যা ছিল শেষ। যাদের পকেটে টাকা আছে তারা ফড়ে ধরে ট্রাক, ম্যাটাডোরে করে ফিরছে। ওরা মাথা পিছু দু'হাজার টাকা চাইছে। এত টাকা কোথায় পাবে পল্টুরা। অগত্যা হাঁটা। দশদিন ধরে হাঁটছে পল্টুরা।

শহরে ঢোকার মুখে পুলিশ ওদের আটকায়। পনেরো দিন কোয়ারিন্টিনে থাকতে হবে। পল্টু অনেকের সঙ্গে একটা স্কুলে আশ্রয় পায়। সে এক অব্যবস্থা। জল নেই, খাবার নেই, একদিন ওদের দেখতে নন্দিতা দিদিমণি এলেন। সঙ্গে একজন দাদাবাবুও ছিলেন। পল্টুকে দেখে এগিয়ে এলেন নন্দিতা দিদিমণি—একী চেহারা রয়েছে তোর পল্টু! তোর মা তো রোজ ফোন করে আমাকে। পল্টু কবে ফিরবে, দিদিরা ওকে আবার দেখতে পাব তো—এইসব বলতে থাকে। মাকে খবর দিয়েছিস?

—হ্যাঁ, পুলিশ খবর দিয়েছে।

—তোর ক'দিন হলো এখানে?

—তের দিন। আর দু'দিন পরে বাড়ি যেতে পারব। এখানে এত মশা। একটা মশারি পর্যন্ত দেয়নি আমাদের। গরু, ছাগলের মতো রেখে দিয়েছে।

—এই নে কিছু বিস্কুট, পাঁউরুটি এনেছিলাম। সবার সঙ্গে ভাগ করে নিস। বস্তিতে ফিরে গিয়ে ফোন করিস।

শঙ্খদীপ বলে, আমার ফোন নম্বরটা নিয়ে নাও। তোমার ফোন দরকার হলে আমাকে ফোন করো।

শঙ্খদীপ, নন্দিতা ফেরার পথ ধরে। স্কুলের গেটে কৃষ্ণচূড়া গাছটা লালে লাল। দিনের শেষ আলো মেখে গাছটা যেন রাজেন্দ্রানী। গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শঙ্খদীপ বলে—দেখো, নন্দিতা প্রকৃতি কত সুন্দর। কত মায়াময়। আমাদের জন্য তার সব ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে। আর আমরা কতবড় অকৃতজ্ঞ দেখ আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে যাই। তাই বোধহয় প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে এভাবে।

—ঠিক বলেছো শঙ্খ।

শঙ্খ থমকে দাঁড়ায়—কী বললে আরেকবার বলো।

—কী বলবো?

—ঐ যে 'শঙ্খ' 'তুমি', কী মিষ্টি লাগল শুনতে।

—ধ্যাত। বলে নন্দিতা এগিয়ে যায়।

পল্টু যতক্ষণ ওদের দেখা যায় দেখতে থাকে, নন্দিতার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পল্টু ভাবে এই নন্দিতা দিদিমণি যেন তাদের জীবনে কোনো এক রূপকথার দেশের পরী। যার দু'হাত ভর্তি আছে মমতা আর ভালোবাসা। তাই ছড়িয়ে যান দু'হাত উপুড় করে। কেন যেন পল্টুর চোখে জল এসে যায়।

পল্টু পনেরো দিন পর ঘরে ফিরল। তখন শেষ বিকেলের আলোর স্পর্শ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। কোথাও স্টোভ জ্বালার কেরোসিনের গন্ধ নেই। চায়ের পাট নেই। পেটে ভাত নেই তো চা খাবে কোথা থেকে? বস্তির কাজহারা পুরুষরা উঠোনে বসে আছে। সবার কেমন গা-ছাড়া ভাব। অসহায় স্তব্ধতা চোখে মুখে। সনাতন একটা বিড়ি ধরিয়ে ওদের দলে এসে বসল—কী গো কাকা কিছু বল, চুপ করে বসে আছো!

—কী বলব? তুই তো তবু সব্জি বিক্রি করে দু'দশ টাকা পাচ্ছিস। আমরা কী করব? লোকের দয়ার উপর পেট পেতে আছি।

—বাবা, আমিও তো বেকার বসে, তোমার টাকায় এতগুলো লোকের একবেলা চলে না। পল্টু বলে।

—কোথায় রে তোরা সব? পল্টু কোথায় গেলি রে?

দু'ব্যাগ মুড়ি, চিঁড়ে, বিস্কুট, দুধ, মাস্ক, সাবান নিয়ে নন্দিতা ডাক দেয়। সঙ্গে শঙ্খও এসেছে। (চলবে)

# যৌথ সমিতির সম্মেলন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ নভেম্বর :** অধিকার আদায়ের লড়াই জোরদার করার কথা উঠে এলো পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির কালনা মহকুমা ২য় সম্মেলনে। কালনা-১ ব্লকের সভাকক্ষে সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অমিত সরকার। ৮৬ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ করা সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদায়ী সম্পাদক কমল রায়। এই প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ১১ জন প্রতিনিধি। শেষে রফিজুল মণ্ডলকে সভাপতি এবং সমীর মোদককে সম্পাদক করে ২৭ জনের নতুন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

## ‘সমাজের সাথী’ এবং ‘সময়ের সাথী’ পত্রিকার যৌথ মিলন মেলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ নভেম্বর :** উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে ‘সমাজের সাথী’ এবং ‘সময়ের সাথী’ পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে সাংস্কৃতিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে দুই পত্রিকার শারদ সাহিত্য সংকলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও প্রাক্তন পুলিশ অফিসার আবু মনিরুদ্দিন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন রাজ কলেজের অধ্যক্ষ নিরঞ্জন মণ্ডল, অধ্যাপক রবিশঙ্কর চৌধুরী প্রমুখ। সম্পাদক দুরন্ত নাগ জানান আর্থিক অনটনের মধ্যেও শারদ সংকলন নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছি।

—প্রথম পাতার পর

## শ্যামলেন্দু মুখার্জীকে স্মরণ

বলছে রাজ্য হিসাব দেয়নি তাই টাকা বন্ধ। আসলে দুটো দলই গরিবের বিরুদ্ধে, তাই খেটে-খাওয়া মানুষদের ভুল বোঝাচ্ছে। এই ভুল ভাঙার কাজটাই করতেন যুব আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা ও বুদবুদ লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক শ্যামলেন্দুদা। কিন্তু মিথ্যা বলে ওরা পার পাবে না। এটা এখনকার প্রতিটি নির্বাচনী ফলাফল তাই বলছে, পঞ্চায়েত থেকে ওদের তাড়িয়ে জনমুখী পঞ্চায়েত গড়তে মানুষ মুখিয়ে আছেন।

প্রাক্তন সাংসদ ও জেলা কমিটির সদস্য সাইদুল হক বক্তব্য রাখেন। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভার সভাপতি হারাধন ঘোষ। এছাড়াও মণিমালা দাশ, বাসুদেব মেটে ও শ্যামলেন্দু মুখার্জির দাদা অনিল মুখার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

—প্রথম পাতার পর

## আগামী তুফানের জন্য

কালনা-২ ব্লকের অন্তর্গত বৈদ্যপুর ও অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা হয়। কালনা-২ ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওসমানপুর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষক নেতা অরূপ চ্যাটার্জি। অপর পদযাত্রাটি শুরু হয় অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের আগ্রাদহ গ্রাম থেকে। এই পদযাত্রাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষকনেতা নবকুমার বাগ। বৈদ্যপুরের পদযাত্রাটি সাবিদপুর, রামনগর, গোপালদাস পুর, আটকেটিয়া, তালা, বৈদ্যপুর, পাতিল পাড়া, মোহনপুর, মিরহাট, আমদাবাদ, উদয়পুর প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিক্রমা করে বৈদ্যপুর গ্যারেজে শেষ হয়। পদযাত্রা শেষ হওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা জয়দীপ ভট্টাচার্য। অন্যদিকে অকালপৌষের পদযাত্রাটি কুতুবপুর, হবিবপুর, সারপুকুর, তেহাটা, নারেঙ্গা, বাজিতপুর, অকালপৌষ, কাদিপাড়া, পাঁচলক্ষী প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিক্রমা শেষে শিঙ্গাতে পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক ও খেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

গলসী ২নং ব্লকের ন'টি অঞ্চলের মধ্যে আজি প্রথম মসজিদপুর অঞ্চলের বেলান থেকে পদযাত্রার মাধ্যমে ব্লক পরিক্রমার কাজ শুরু হলো সকাল দশটায়। সূচনা করেন শিশির কেশ। উপস্থিত ছিলেন খেতমজুর ইউনিয়ন এর নেতৃত্ব কাজী জাফর আলী, বাসুদেব মাজি, অজয় শী, কৃষক নেতৃত্ব সাইফুল হক,নাড়ুগোপাল যশ, সিআইটিইউ নেতৃত্ব মোস্তাক হোসেন, রণজিৎ ঘোষ, শিক্ষক নেতা বিশ্বনাথ দাস, যুব নেতা মনসিজ হোসেন, রাজীর সাম, ছাত্র নেত্রী মুন্না মাজি প্রমুখ। বেলান-তেঁতুলমুড়ি-বোমপুর-গোমাই-পলাশী- শ্রীধরপুর-বলনা -কালনা-পোরসুরা-ছালারপুর-ইটারু- অমরপুর-নবগ্রাম-মসজিদপুর, ১৪ গ্রামের ১৪কিমি পথ পরিক্রমা করে মসজিদপুর মোড়ে পদযাত্রীরা থামেন বিকাল পাঁচটায়।

**আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে রত্না রশীদ-এর নতুন কলাম ‘পাখির চোখ’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক**

## পুনর্মিলন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬০-৯০ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন ছাত্র-গবেষকদের মিলনী সংস্থা ‘আমরা সবাই’-এর পক্ষে জানাই ২০২২ সালের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান **১৬ নভেম্বর, ২০২২ বেলা ১০টায় তারাবাগ গেস্ট হাউসে** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি কাম্য।

নিবেদন

| | |
|---|---|
| **সুমিতা চক্রবর্তী** | **রামসাধন মুখার্জী** |
| সভাপতি | সম্পাদক |
| মো. ৯৩৩১২২৫২১৩ | মো. ৯১৪৪৯৭৩১২৪ |

—প্রথম পাতার পর

## ‘নতুন চিঠি’র আলোচনা সভা

চায়নায় কিভাবে রূপ নিল? পশ্চিমী দেশগুলোকে এসব মেনে নিতে হয়েছে। চীন গ্লোবালাইজেশন উপভোগ করছে সার্থক ভাবে।

আসলে একটা সময় পশ্চিমী দেশে পুঁজি খুব বেড়ে গিয়েছিল। ওরা বলে ‘বেবি বুম’, ক্লিন্টন যে সময়ে জন্মেছিল, সেই সময় থেকে। এরা বহুদিন বাঁচবে কিন্তু এদের পেনশন হবে কী করে? সেজন্য নতুন বাজারের সন্ধানে ব্রিকস দেশগুলো রাশিয়া সহ ইউরোপীয় দেশগুলো অনেক বেশি গ্রোথ-এর সন্ধান করছিল। হতে পারে, সম্ভাবনা ছিল। সস্তায় কোথায় আমি বাড়ি করতে পারবো যেমনটি খুঁজে বেড়াই। এজন্য ইন্টারনেট টেকনোলজি ভীষণ ভাবে হেল্পফুল করেছে এটা স্বীকার করতেই হয়।

তাছাড়া বিদেশে যাওয়া সহজ হয়েছে। আগে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার সমস্যা ছিল। সেসব নিরশন হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম সরল হয়েছে। আমাদের দেশে অবশ্য নিয়মটা জটিল। বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠানো সহজ নয় বর্তমানে। এদেশ থেকে টাকা পাঠানো বরং সহজ।

আরও একটা বিষয়, টাকা খাটানোর বিষয়ে অনেক সুযোগ হয়েছে। ব্যাঙ্কে টাকা থাকলেই সেটা রুপিতে রাখবেন না ডলারে রাখবেন সেটা আগে আমাদের দেশে ভাবাই যেত না। বর্তমানে সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৬ সালে একটা ঘটনা ঘটেছিল। পূর্ব এশিয়ার ব্যাঙ্কক-এ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিদেশিরা প্রচুর ইনভেস্ট করেছিল। কিন্তু তা ক্রাশ করার ফলে রাতারাতি বিদেশিরা টাকা তুলতে শুরু করেছিল। লক্ষ্য করলে দেখবেন সেই সময় ওই সব দেশগুলোতে (চিন, ইন্দোনেশিয়া বাদে) দাঙ্গা ধরণের অনেক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু কত টাকা বিদেশে পাঠাবেন? লিমিট টা এক বছরে টুহান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ফ্রি। ভাবা যায় না।

বিশ্বায়ন আমাদের দেশের আর্থিক সংস্কার করেছে। কুড়ি বছরের ফল ভালো না মন্দ?

দারিদ্র্য বেড়েছে। ১৯৯০ সালে ৪৩ শতাংশ গরিব ছিল। বর্তমানে ২৯ শতাংশ। বিশ্বের বেশিরভাগ গরিব ভারত, চিন, আফ্রিকায় রয়েছে। ১৯৭৮ সালে চিন আর্থিক সংস্কার শুরু করে। ভারত ১৯৯০ সালে। চিনের গ্রোথ ভারতকে টপকে গেছে। চায়নার গ্রোথ বা এইরকম গ্রোথ, দারিদ্র কমার কারণ।

কিন্তু কোভিড আসার পর সমস্ত হিসেব গুলিয়ে দিয়েছে। বিশ্বে গরিবের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়ন মানুষ এখন গরিব। একশো চল্লিশ কোটি মানুষের দেশের হিসেবে অর্ধেক ভারতের মতো দেশ এই হিসেবে আসে। দারিদ্র এবং কোভিড বাদ দিলে গ্লোবালাইজেশন দারিদ্র কমিয়েছে।

আর্থিক সংস্কার করা হয় আয় বৃদ্ধির আশায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গ্রোথ করতে গেলেই দারিদ্র আসবে। টাকা পাওয়ার জটিলতার কারণে উদ্যোগপতির উৎসাহ কমে যায়। আবার জটিলতা সব তুলে দেওয়ার বিপদ আছে। জটিলতা কমালে বরং সুরাহা। উদ্যোগপতি হতে গেলে একটা বিশেষ ক্ষমতা থাকা চাই। এটা ট্যালেন্ট বলা যায়।

চিনে একটা শহর থেকে আর একটা শহরে যাওয়া যেত না। এখন ‘হুকো’ নিয়ে অর্থাৎ বিশেষ পরিচয় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু তার ছেলেমেয়েদের বেসরকারি জায়গায় পড়াতে হবে, তারা বেসরকারি জায়গায় চাকরি করবে। দেশ-বিদেশ যেখানে খুশি।

ভারতের ক্ষেত্রে কেউ আশা করেনি ভারতের আই.টি. ইঞ্জিনিয়াররা কম্পিউটারে এতো ভালো কাজ করতে পারে! এটা ভারতীয়রাও আশা করেনি, বিদেশিরা তো বটেই। এই বিষয়টা বৈষম্য তৈরি করল। চার পাঁচ বছরের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ ভীষণ বড়লোক হয়ে গেল। আমাদের দেশে গ্লোবালাইজেশনের ইনসেনটিভ এটাই।

তাহলে সমগ্র বিশ্বের বৈষম্য কী বেড়েছে?

এক একটি দেশকে ইউনিট হিসেবে আন্তর্জাতিক আয় বৈষম্যের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় নব্বই দশকে কমে ছিল, তারপর বেড়েছিল। আবার সামগ্রিক ভাবে গোটা বিশ্বে বেড়েছে।

একশো বছর আগে আমাদের দেশে যে আয় বৈষম্য ছিল বর্তমান অবস্থা অনেকটা সেরকম। আয় বৈষম্য বাড়ছে। আবার যদি এভাবে ভাবা হয়-আমরা বিশ্ব নাগরিক। সেভাবে আয় বৈষম্য মাপলে দেখা যাবে বৈষম্য কমেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পাশ্চাত্যে ইনকাম ডেটা পেতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে?

কারা গেনার? এক শতাংশ মানুষ ভীষণ গেনার। ভারত, চিন যেখানে মিডিল ক্লাস মানুষ। তিরিশ বছর আগে কি ছিল আর এখন কি আছে দেখলেই বোঝা যাবে। বিশ্বের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে চিন সবার আগে, ভারত তারপর অন্যান্য দেশ। কারা লুজার পৃথিবীর গরিব মানুষ আরো গরিব হয়েছে। গ্লোবালাইজেশনের আগে যারা গরিব ছিল, তারা আরো গরিব হয়েছে। গ্লোবালাইজেশন তাদের কোনো উপকার করেনি। আমেরিকা ব্রিটেনের গরিবরা এবং এক্স কমিউনিস্ট দেশের মানুষ লুজার। কলকারখানা এসব দেশগুলো থেকে চায়নায় চলে গেছে। চাকরি চলে গেছে চায়নাতে। আই. টি-তে কাজ পেয়েছে ভারত। কিন্তু কারখানাগুলোতে অটোমেশন ভীষণ ভাবে কার্যকর হয়েছে। সব কিছু যন্ত্র করছে। কানাডা ভীষণ ভাবে যন্ত্র ব্যবহার করে। দেশে ঢোকার ক্ষেত্রেও যন্ত্র। চেকিং ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মানুষ কাজ করে না।

মানুষ তাহলে কাজ পাবে কোথায়? আমেরিকার মানুষের কাছে চাকরি চলে যাওয়া, ফ্রি মার্কেট পপুলিশ পলেটিকস। আবার লিবারেল ডেমোক্রেটিক লিবারেল আইডিয়া থেকে সরে যাচ্ছে। আপাত ক্ষতি হলেও মুক্ত চিন্তার দেশেও কার্যকর হচ্ছে। যেমন ট্রাম্প-এর কথা সবাই খুব পছন্দ করছিল। বলছিল খুব ভালো কথা বলেছেন, কিন্তু ট্রাম্প নিজে খুব বাজে লোক, আইন টাইন মানে না। ইন্সটিটিউশন যা গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে। তারা কম্প্রোমাইজ করতে শুরু করল। আবার যারা কোনো দিন রাজনীতি করত না, তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করল। ভবিষ্যতে দেখা যাবে এটা কী ফল দিচ্ছে।

ট্রাম্প যে হেরে গেল। জুডিসিয়ারি, প্রেস ট্রাম্পকে হারিয়ে দিয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যে কথা প্রেস ছাড়েনি। শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। পরবর্তী যিনি এলেন ভীষণ দক্ষিণপন্থী। কিন্তু ফ্রি মার্কেট মানুষ পছন্দ করেনি। মার্কেট, ফিনান্স ক্যাপিটাল, ফ্রি মার্কেট পলিসি রিজেক্ট করেছে। জার্মানি ন্যাশালাইজেশন করেছে, লুনা সেই পথে হাঁটছে।

ইউক্রেনের যুদ্ধ। বিশ্বের কাগজগুলোতে সব থেকে বড় খবর। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হলে কোন দেশ কার সঙ্গে থাকবে বলা শক্ত। ইউরোপ যুদ্ধে প্রবেশ করেছে। আমেরিকা ঢুকবে ঢুকবে করছে। পাওয়ার ব্লক হবে। রাশিয়ার তেল ও গ্যাস সাপ্লাই কমিয়েছে। আমাদের দেশে এই সমস্যা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বাইরের দেশে গোলমাল হলে বহু লোক হোমলেস হয়ে যায়। তাদের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার লাভ হবে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে নতুন করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্কেত দেখা যাচ্ছে। দুটি শিবির হবে না তিনটি শিবির তাও বোঝা যাচ্ছে না।

ফ্রি ট্রেডিং, মানিটারি ইউনিট, এক কারেন্সি ডেমোক্রাসির বিরাট ফাটল। ফ্যাসিস্টদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। ফ্রান্সে গণতন্ত্র ম্যাচিওর, সেখানে ভরসা করা যায়। তবু এই টেনশন কি করে কাটবে সেটা বলা সম্ভব নয়। ফ্রান্স, ইউ. কে. কারা বেশি অর্থডক্স, কালো সাদার দ্বন্দ্ব, প্রগতিশীল ভার্সেস কনজারভেটিভ দ্বন্দ্ব ইউরোপের দেশগুলোতে একেবারে অন্যরকম। রেসিস্ট। বংশপরম্পরায় সাদার পক্ষে কথা বলে। ঐতিহাসিক কারণ, উপনিবেশিকবাদ। ইতিহাস দেখলেই ধরা পড়বে। স্পেন, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস সবাই ক্রীতদাস ব্যবসা করেছিল, কিন্তু সুইডেন, হাঙ্গেরি এরকম নয়। গিল্ট ফিলিং নেই ওদের। ব্ল্যাক, ব্রাউন সবার মধ্যেই দক্ষিণ পন্থীরা আছে কিন্তু, ইউরোপ সার্বিক ভাবে এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে চলছে। গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে যেগুলো ভাবতাম সেখানে সমস্যা তৈরি হয়েছে। চায়না-তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সমস্যা শুরু হবে।

আলোচক বিভাস সাহার পরিচিতি তুলে ধরেন ড. সুকৃতি ঘোষাল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ আদিত্য প্রসাদ সরকার। সভাপতিত্ব করেন নতুন চিঠি পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সেখ সইদুল হক, অরুণ মজুমদার, ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, প্রাক্তন যুগ্ম তথ্য অধিকর্তা অরবিন্দ সরকার প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরে আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।


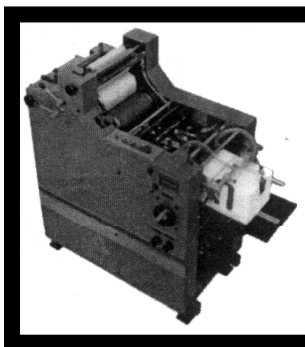

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

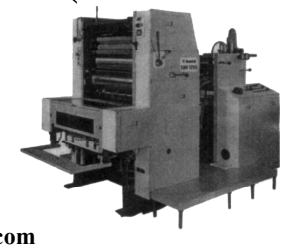

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক


সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা